স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর পরিদর্শন প্রতিবেদন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিগত ২০ মার্চ ২০২২ইং তারিখে স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর পরিদর্শন করা হয়। এ সময় উপকেন্দ্রে স্থাপিত দেশীয় মাছের লাইভ জীন ব্যাংক পরিদর্শন, হ্যাচারীতে উৎপাদিত মাছের পোনা, বিলুপ্তপ্রায় মাছের গবেষণা কার্যক্রম, উপকেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামো ইত্যাদি পরিদর্শন করা হয়। উপকেন্দ্রে স্থাপিত লাইভ জিন ব্যাংকটি প্রকৃতিতে বিলুপ্তপ্রায় মাছের পোনা উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে। উল্লেখ্য, এ জীন ব্যাংকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দেশীয় মাছ সংরক্ষণ করা হবে; যা ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রে স্থাপিত লাইভ জীন ব্যাংকের রেপ্লিকা হিসেবে কাজ করবে। ফলে ময়মনসিংহে স্থাপিত জীন ব্যাংকে কোনো ধরনের বিপর্যয় ঘটলেও মাছগুলো আর হারিয়ে যাবে না।

চিত্র: সৈয়দপুরস্থ স্বাদুপানি উপকেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন ও মনিটরিং

উপকেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম সরোজমিনে পরিদর্শন করা হয় ও গবেষণার প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ সময় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: শহীদুল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিকল্পনা); জনাব সেখ রাসেল, উপপরিচালক (অর্থ); জনাব মোহাম্মদ ফেরদৌস সিদ্দিকী, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা) ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট (শুদ্ধাচার) প্রমুখ।

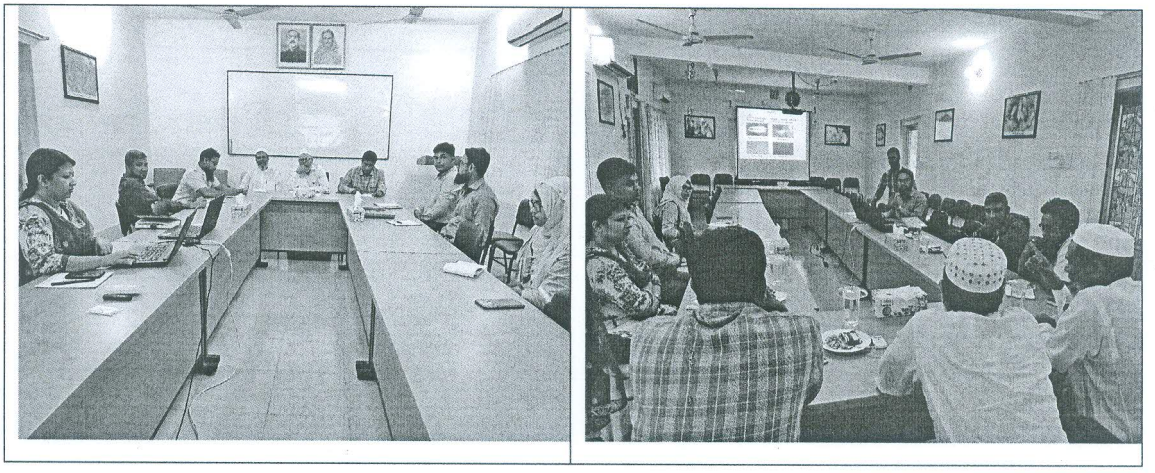

চিত্র: উপকেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম মনিটরিং ও মতবিনিময়

উপকেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত ট্যাংরা ও সরপুঁটির প্রযুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এ সময় স্বাদুপানি উপকেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. খোন্দকার রশীদুল হাসানসহ উপকেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উপকেন্দ্রে স্থাপিত হাচারীতে বিলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রজনন সফলতা কার্যক্রম দেখা হয়।

উপকেন্দ্রের লাইভ জীন ব্যাংক, হ্যাচারী কার্যক্রম, মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম ও ভৌত অবকাঠামো পরিদর্শন শেষে উপকেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। মতবিনিময় সভায় উপকেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণ উপকেন্দ্রের চলমান গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। মতবিনিময় সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর বিশেষভাবে গুরাত্বারোপ করা হয়। এসময় উপকেন্দ্রের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের নিয়মিত উপস্থিতি, নৈতিকতা, দায়িত্বপরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা, শিষ্ঠাচার, সময়ানুবর্তিতা, স্বাস্থ্যসুরক্ষা, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। পরিশেষে উপকেন্দ্রের বিজ্ঞানী/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে গবেষণা কার্যক্রম উন্নয়নে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২৭/৩/২২

(ড. মো: আনিছুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ও
ফেকাল পয়েন্ট (শুদ্ধাচার)
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ-২২০১